আজকের পত্রিকা

05 OCT 2022

ইসলামী ব্যাংকের প্রতিবাদ ও প্রতিবেদকের বক্তব্য

নাবিল গ্রুপকে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের ঋণ দেওয়ার বিষয়ে যে তথ্য প্রকাশিত হয়েছে, তা যথাযথভাবে উপস্থাপিত হয়নি দাবি করে এর প্রতিবাদ জানিয়েছে ব্যাংকটি। গতকাল ব্যাংকের জনসংযোগ বিভাগ থেকে গণমাধ্যমে পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে তাদের প্রতিবাদের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়। এতে বলা হয়, নাবিল গ্রুপ ১৮ বছর ধরে সুনামের সঙ্গে ব্যবসা পরিচালনা করছে। এটি বর্তমানে ১৫টি বৃহৎ শিল্প গ্রুপে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশ কৃষি-শিল্প ও ভোগ্যপণ্য উৎপাদনে এই গ্রুপ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। এ ছাড়া চাল, ডাল, গম, চিনি ও ভোজ্যতেলের অন্যতম বৃহৎ সরবরাহকারী হিসেবে কাজ করছে। এই গ্রুপের মাধ্যমে প্রায় ১৫ হাজার মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে।

ইসলামী ব্যাংকের সঙ্গে এই গ্রুপের ২০০৫ সাল থেকে ব্যবসায়িক সম্পর্ক রয়েছে। এখন পর্যন্ত এই গ্রুপটি ঋণখেলাপি হয়নি। ইসলামী ব্যাংক গ্রাহকের ব্যবসায়িক স্থাপনা, চলতি মূলধনের প্রয়োজনীয়তা, ব্যবসায়িক দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা এবং সরবরাহ ব্যবস্থাপনাসহ ব্যাংকের অন্যান্য বিনিয়োগ নীতিমালা ও নিয়ন্ত্রক সংস্থার নির্দেশনা অনুসরণ করেই বিনিয়োগ করেছে। সম্প্রতি আমদানি বৃদ্ধি, ডলারের রেট বেড়ে যাওয়া এবং নাবিল গ্রুপের ব্যবসা সম্প্রসারিত হওয়ায় যথাযথ মূল্যায়ন করে পর্যাপ্ত জামানত গ্রহণ ও ব্যাংকের নিয়মনীতি মেনেই তাদের বিনিয়োগসীমা বৃদ্ধি করা হয়েছে। এই বিনিয়োগকৃত অর্থ তাদের ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডেই ব্যবহৃত হচ্ছে।

প্রতিবেদকের বক্তব্য:

নাবিল গ্রুপকে দেওয়া ইসলামী ব্যাংকসহ তিনটি ব্যাংকের ৬ হাজার ৩৭০ কোটি টাকার ঋণের বিষয়ে যেসব তথ্য-উপাত্ত তুলে ধরে প্রতিবেদন করা হয়েছে, তা যথাযথভাবে বাংলাদেশ ব্যাংকের তৈরি প্রতিবেদনের আলোকেই করা হয়েছে। এখানে প্রতিবেদকের নিজস্ব কোনো বক্তব্য নেই। বাংলাদেশ ব্যাংকের মূল্যায়ন প্রতিবেদন, নাবিল গ্রুপের রাজশাহীর সরেজমিন কারখানা এবং বনানীতে গ্রুপটির করপোরেট অফিস পরিদর্শন, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে কথা বলে তথ্য-উপাত্ত পর্যালোচনা করেই প্রতিবেদনটি তৈরি করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিবেদনে স্পষ্ট করেই ঋণ দেওয়ায় যথাযথ নিয়ম মানা হয়নি বলে উল্লেখ করা হয়েছে।